দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ : 10 JUN 2018
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

সাতক্ষীরায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা ॥ স্কুল শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়ায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ক্লাস থেকে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে তালা উপজেলার জেএনএ পল্লীমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও অভিভাবকগণ বিক্ষোভ করেছেন। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন অপকর্মের বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার অবিভাবক ও শিক্ষার্থীরা স্কুলে বিক্ষোভ করে এবং দুই ঘণ্টা শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপালী রানী ঘোষ তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে বলেন, শিক্ষার্থীদের ঘাড়ধরে বের করে দেয়া হয়নি। একই সময়ে স্কুলে কোচিং হলেও তারা স্বেচ্ছায় বাইরে প্রাইভেট পড়তে চলে যায় বলে তিনি দাবি করেন।

তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ ভিন্ন। জেয়ালা নুলতা গ্রামের আব্দুল মান্নান নিকারী, বক্কার নিকারী, জিয়াউর রহমান, সাদ্দামসহ শতাধিক অভিভাবক জানান, জেএনএ স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে বর্তমানে ৭৫ জন এবং ১০ শ্রেণীতে প্রায় ৭০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপালী রানী ঘোষ তাদের একই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্য প্রায়ই চাপ সৃষ্টি করে। এরই জের ধরে বুধবার সকালে প্রায় অর্ধশত ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে কোচিং করার সময় তাদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক- এমন অভিযোগ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা হতে বেলা ১১টা পর্যন্ত স্কুল ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রাখে। এ ব্যাপারে তালা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আতিয়ার রহমান বলেন, স্কুলের ছুটির সময় কিংবা ক্লাস টাইমের আগে পরে কোচিং করানো যাবে। তবে প্রাইভেট পড়ানো যাবে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।